2. মধ্যযুগীয় ম্যানর ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করো। 5/10

নবম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে প্রায় সমগ্র ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ভূ-সম্পত্তি (এস্টেট) 'ম্যানর' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ম্যানরের সীমানার মধ্যে বাস করত লর্ড ও লর্ডের প্রজারা। ম্যানরের কৃষি উৎপাদন পরিচালিত হতো স্বাধীন ও অধীনস্থ কৃষকদের দ্বারা। এবং উৎপন্ন শস্যের প্রায় সবটাই লর্ডের প্রাপ্য বলে বিবেচিত হত। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে 'ম্যানর' গঠিত হতো। প্রকৃতপক্ষে, ম্যানর ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষুদ্র একক।

পশ্চিম ইউরোপে অসমভাবে ম্যানর প্রথা বিস্তৃত হয়েছিল বলে আদর্শ ম্যানর প্রথার উদ্ভব সর্বত্র সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিকশিত বিভিন্ন ধরনের ম্যানর ব্যবস্থা কয়েকটি সাধারন বৈশিষ্ট্যকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, :-

প্রত্যেকটি ম্যানর ছিল স্বনির্ভর। এরা নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজেরাই উৎপাদন করত (Natural Economy)। বিভিন্ন ম্যানরের মধ্যে শস্য বিনিময়ের প্রথা ছিলনা। তাই কোনো ম্যানরই শস্য উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারেনি। কৃষি উৎপাদনশীলতা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের।

দ্বিতীয়ত :-

মধ্যযুগের স্থিতিশীল সমাজ ও অর্থনীতিতে সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ভর করত জমির মালিকানার উপর। আর আর্থিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হতো সামাজিক প্রথার দ্বারা। পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় বিচ্ছিন্নতা ছিল একটি সাধারন বৈশিষ্ট্য। সামাজিক প্রথার প্রাধান্য, মুক্তি ও প্রতিযোগিতার অভাব, রাস্তাঘাট ও পরিবহনের অভাব এবং চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থা থাকার জন্য পরিবর্তন ছিল মন্থর।

তৃতীয়ত :-

প্রত্যেক ম্যানরে জমির সিংহভাগই ছিল জমিদারের হাতে। বাকি একটি অংশ স্বাধীন কৃষকের হাতে। এবং অপর অংশে চাষ করত ভূমিহীন সার্ফরা। সার্ফরা জমির মালিক ছিলনা। এরা শুধু জমি চাষ করত। তাদের সপ্তাহে দু'দিন বিনা পারিশ্রমিকে প্রভুর জমিতে শ্রম দিতে হতো। উৎসবে প্রভুকে উপঢৌকন দিতে হত। ম্যানর থেকে পালানোর জন্য বরাদ্দ ছিল কঠোর শাস্তি।

চতুর্থত :-

ম্যানরে কৃষি জমি ছাড়াও বনাঞ্চল ও চারণভূমি থাকত। এই ভূমিতে ম্যানরবাসীর সকলেরই অধিকার ছিল। Enclosure Movement (এনক্লোজার মুভমেন্ট) — এর আগে পর্যন্ত এগুলি সাধারণ সম্পত্তি বলে পরিগণিত হত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে এর পরিবর্তন ঘটে। ম্যানরের পতিত জমিতে সকল ম্যানর বাসীর অধিকার ছিল। এই জমি পশুচারণের জন্য ব্যবহৃত হত।

পঞ্চমত :-

যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে প্রতিটি ম্যানর স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। ম্যানর বাসীরা প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য দুধ, ডিম ইত্যাদি ম্যানরেই উৎপাদন করত। বস্ত্রও উৎপাদিত হতো ম্যানরেই। তবে লবণ, সূঁচ, সুতা প্রভৃতি আমদানি করতে হতো এবং এজন্য ম্যানরগুলিকে শহরের ওপর নির্ভর করতে হতো। তবে অর্থের প্রচলন ছিলনা। বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থের প্রচলন শুরু হয়।

ষষ্ঠত :-

ম্যানরে তিন শ্রেণির লোকের জমি ছিল। এই জমি ছিল খন্ডাকৃতি এবং বিক্ষিপ্ত। উর্বর ও অনুর্বর সব ধরনের জমিই সবার জন্য বরাদ্দ ছিল। সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকাজ চলত। পতিত, জলাভূমি এবং পশুচারণভূমি ছিল সর্ব সাধারণের।

সপ্তমত :-

ম্যানরে উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য জমিকে কিছুকাল ফেলে রাখা হতো। জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য 'Two Field System', 'Three field System' প্রচলিত ছিল।

অষ্টমত :-

সাধারণত জনবহুল গ্রামে ম্যানর পদ্ধতিতে চাষাবাদ হতো। পার্বত্য জঙ্গল অঞ্চলে, সমুদ্র তীরবর্তী জমিতে এবং বন কেটে বসত করা জমিতে ম্যানর গঠন করা হত না। জমি অনুযায়ী, ফসল উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে ম্যানর পদ্ধতিতে চাষ হত। যেমন- জলপাই বা আঙুর চাষের জমিতে কখনই ম্যানর গড়ে ওঠেনি।

নবমত :-

ম্যানর ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল 'ভিলেন' কর্তৃক লর্ডের ~~[illegible]~~ জোত চাষ। এই প্রথার দ্বারা সমস্ত আর্থিক কাজ নির্ধারিত হতো। চুক্তি বা প্রতিযোগিতার দ্বারা হত না।

দশমত :-

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ম্যানরের মধ্যেই গির্জার ভূসম্পত্তি ছিল। ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সংগ্রহের চেষ্টাকে গির্জা নিন্দা করত। ~~রা[illegible] ও~~

একাদশতম :-

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ম্যানর প্রথা ছিল সামন্ততন্ত্রের পরিপূরক। সামন্ত প্রথা ছিল বিভিন্ন শ্রেণির স্বাধীন ও অভিজাতদের জীবনধারা। ম্যানর প্রথা ছিল পরাধীন, নির্যাতিত কৃষকদের জীবনধারা। সামন্ত প্রথা ছিল রাজনৈতিক। আর ম্যানর প্রথা ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

দ্বাদশতম :-

ম্যানরে সামন্তপ্রভু ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে বিচারক ও প্রশাসক। বিচার সংক্রান্ত আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করা ছিল ম্যানরের একটি প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য।

ত্রয়োদশতম :-

ম্যানর প্রথা প্রথাগত সংস্কারে আবদ্ধ ছিল। ম্যানর ব্যবস্থায় নব নব উদ্ভাবনী শক্তিগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না।